দারিদ্র্য নিরসনের অর্থণী পুরুষ ও নিরন্তর যোদ্ধা এবং সমাজ ও নারী উন্নয়নের অর্থদূত

মোঃ সফিকুল হক চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

বাংলাদেশ তথা বিশ্বের ক্ষুদ্রঝণ কার্যক্রম ও দারিদ্র্য বিমোচন প্রয়াসে মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। বাংলাদেশের এক নিভূত পল্লীতে স্বল্প পরিসরে তিনি শুরু করেছিলেন বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের জীবনমান বদলের কর্মসূচি। বহুবছরের নিরম্ভর প্রচেষ্ঠায় সেই কর্মসূচিকে তিনি উন্নীত করেছিলেন দারিদ্র্য নিরসনের সবথেকে টেকসই ও কার্যকর মডেল হিসেবে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আশা' এখন বিশ্বের সবথেকে দক্ষ, টেকসই ক্ষুদ্রঝণ প্রতিষ্ঠান। তিনি ১৯৭৮ সালে আশা প্রতিষ্ঠা করেন - যার বর্তমান ব্রাঞ্চ সংখ্যা ৩.০৭৩টি। আশা গৃহীত কর্মসূচির সুফল ভোগ করছে বাংলাদেশের প্রায় ৭০ লাখ মানুষ। পাশাপাশি বিশ্বের ১৩টি দেশের ২৫ লাখ মানুষকে দারিদ্র্য নিরসনে আশা কারিগরি ও জ্ঞানগত সহায়তা দিচ্ছে। আশার কার্যক্রমের কারণে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ পরিচিত হয়েছে বিশেষ মর্যাদায়।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১, মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। এই কীর্তিমান মানুষটির স্মরণে গত ২৪ মার্চ ২০২১ একটি স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ সভায় অংশগ্রহণ করে আশার প্রতিষ্ঠাতার জীবন, কর্মসাধনা ও অবদান আলোকপাত করেন- যার সারাংশ এ ক্রোড়পত্রে উপস্থাপিত হলো।

এম এ মান্নান, এমপি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়



থেকে তার ক্ষরণ সভায় অংশ নিচিছ। ভাল হতো যদি সরাসরি এ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারতাম। কিন্তু বিদেশে থাকার জন্য তা পারলাম না। আমি এনজিও ব্যুরোর দায়িত্বে থাকার সময় তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে অনেকবার দেখা ও কথা হয়েছে। পরিশ্রম ও নিষ্ঠা দিয়ে তিনি আশাকে ছোট সংস্থা থেকে অনেক বড় সংস্থায় পরিণত করেছেন। আশা তথু বাংলাদেশেই নয়, গোটা বিশ্বে একটি নন্দিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেছে। তাঁর স্মরণ সভায় দেশ ও বিদেশের অনেক জ্ঞানী ও ওণী মানুষ অংশ নিচ্ছেন এবং মোঃ সফিকুল হক চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। আমিও তাঁর স্মৃতির প্রতি গভার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি

পারভীন মাহমুদ এফসিএ



আজ আমরা স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করছি। বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়েছে, তা আমরা সবাই বলছি এ অর্জনের পেছনে সঞ্চিক ভাইদের অবদান অনেক। তার মত মানুষেরা উন্নয়নকে তথমুল পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। যা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে বাংলাদেশ ছুদ্রঝণের অগ্ননৃত। মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী ক্ষুদ্রকণের এমন একটি মডেল উপহার দিয়েছেন যা সরল, টেকসই ও দ্রুত সম্প্রসারণশীল। পিকেএসএফে কাঞ্জ করার সময় তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল একসঙ্গে মাঠ ভিজিট করতে গিয়েছি। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী অথচ কর্ম-প্রতায়ী মানুষ ছিলেন। তিনি যে কাজ করতেন, তা ভাল করে জেনে বুঝেই করতেন। সবকিছুর ওপরে তিনি সম্ভতাকে গুরুত্ব দিতেন। তিনি আশা মডেলকে বাংলাদেশের বাইরে সফলভাবে সম্প্রসারণ করেছেন। তাঁর অর্জন নতন প্রজন্মের জন্ম উৎসাহের এক অসাধারণ উদাহরণ বলে আমি মনে করি। আমি তাঁর আত্মার শান্তি

> অজয় দাশগুগু সিনিয়র সাংবাদিক

কামনা করি।



দোখা পিয়েছিল। আমি তখন সংবাদের বার্তা বিভাগে আক্রেব পাশাপাশি অর্থনীতির একটি পাতার দায়িতে ছিলাম। লেখাটি পাঠিয়েছিলেন সম্ভবত এনামল হক সাহেব। আমার মনে হয়েছিল লেখাটা বোধহয় আরেকট পরিবর্তন করার সুযোগ আছে। তখন আমি আশা অধ্দিসে ফোন করে বলি আপনাদের একটা লেখা পেয়েছি। যদি একটু পরিবর্তন করা যায় তাহলে ভাল হয়। ফোন পেয়েই এনাম সাহেব তো বটেই, সঞ্চিক সাহেবও সাড়া দিলেন এবং আমার সঙ্গে কথা বলে লেখার কিছুটা পরিবর্তন করে দিলেন, সেই সূচনা। এরপর থেকে তিনি বেশ নিয়মিতই যোগাযোগ করতেন। আমিও মাঝে মধ্যে যোগাযোগ

আজকের এই দিনে তাঁকে আমি স্মরণ করি। সবশেষে একটি কথা বলবো, তিনি আমাকে বলতেন, যে প্রতি ব্রাঞ্চে আমরা ৬-৭ জন কমী নিয়োগ করি। আমাদের সাংগঠনিক ব্যয়, প্রশাসন পরিচালনার ব্যয় ন্যুনতম রাখতে সব সময় চেষ্ট্ৰা কৰি। যাতে ঋণ প্ৰহীতাদের ওপরে এই চাপটা গিয়ে না পড়ে। এই বিষয়টি সকল সংগঠনের জন্য শিক্ষণীয় বলে আমি মনে করি। সঞ্চিক ভাই, আপনাকে স্মরণ রাখবো চিরদিন।

শিব নারায়ণ কৈরী সিনিয়র গ্রাডভাইজার (ফিন্যাল) সাজেদা ফাউডেশন



বিশ্বব্যাপী আদর্শ Financial মভেল। সফিক ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের সফিক ভাই এবং আমি একই উপজেলার মানুষ। সফিক ভাই আমাকে পছন্দ করতেন, মাঝেমারেই আমাকে ছোন করতেন। উনি যে কোন ব্যাপারে আমাদের গাইড করতেন, বিশেষ করে মাইক্রোফিন্যান্সের বিষয়ে।

সাার ফজলে হোসেন আবেদের সঙ্গে সফিক ভাইয়ের সম্পর্কটা ছিল বড় ভাই-ছোট ভাইয়ের। আবেদ ভাইয়ের সঙ্গে তিনি যখনই দেখা করতে যেতেন, বলতেন, 'কৈরী, আপনি কিন্তু সঙ্গে থাকৰেন'। তো আমি বলতাম কেন, হাসতে হাসতে বলতেন, আপনি যদি না থাকেন তাহলে আবেদ ভাই অনেক বিষয়ে আমাকে ধরবেন। বলবেন, এটা করো, এটা করো। আপনি থাকলে উনি সেসব বলতে পারবেদ না। আবেদ ভাই আমার বড ভাইয়ের মত। উনি কিছু বললে আমি না করতে পারবো না। সে রকম একটা ঘটনা বলি। একদিন উনি আবেদ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। আমাকেও নিয়ে গেলেন। সেখানে আবেদ ভাই বললেন, সফিক, এ কাজটা আমরা করতে চাইছি, তুমি এখানে কিছুটা অংশগ্রহণ করো। কিন্তু সঞ্চিক ভাই ওই কাজে যুক্ত হতে চাইছিলেন না। কিন্তু তিনি আবেদ ভাইকে মুখে বলবেন না, যে তিনি ওটা করবেন না।

উনি আবেদ ভাইকে বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে দেখি। আমার তো বোর্ড আছে, তারা কী বলে i' সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি আমাকে ফোন করলেন। বললেন, কৈরী বাব আমি তো এ কাজটা করতে চাইছি না। তবে আমি তো বলতে পাবৰো না, আপনি আবেদ ভাইকে একটু বুঝিয়ে বলবেন। আমি আবেদ ভাইকে গিয়ে বললাম, সফিক ভাই তো এটা করতে চায় না। আবেদ ভাই হাসলেন আর বললেন, 'সফিককে তো আমি চিনি। ও সব সময় সরল মনে চিন্তা করে। মাইক্রোফিন্যাঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু করতে চায় না। ওর খ্যান-জ্ঞান সব মাইক্রোফিন্যাপকে ঘিরে।

সফিক ভাই একদিন আমাকে ফোন দিয়ে বলগেন, 'কৈরী বাবু আমরা চিন্তা করছি, মহিলাদের জন্য একটা ব্যাংক গড়ে তুলবো। সেটা হবে Women's Bank in Bangladesh আমি তখন বললাম, যদি এটা হয় তাহলে তো ভালোই। উনি বললেন, তাহলে আপনি আবেদ ভাইয়ের সঙ্গে একটু শেয়ার করেন। উনি যদি আমাদের সাপোর্ট করেন, ভাহলে আমরা বিষয়টি নিয়ে এগুতে পারি। সফিক ভাই সব সময় উদ্ভাবনমূলক চিন্তা করতেন। সফিক ভাইয়ের শেষ স্বপ্ন ছিল মহিলাদের জন্য একটি ব্যাংক করার। সেটা করতে পারেননি। তার যারা উত্তরসূরী আছেন, আমার মনে হয় তারা বিষয়টি ভেবে দেখতে পারেন। ধনারাদ সবাইকে।

ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি





করেছেন, যা ব্রাক পরে করেছে। যেমন, একজন সেবাগ্রহণকারী সদস্য মারা গেলে অবশিষ্ট রুণ পরিশোধ করতে হবে মা। সদস্য মারা গেলে বকেয়া তো দিতে হবেট না বরং তার দাফন-কাফনের জন্য আশার পক থেকে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়। এ ব্যবস্থা মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী করে পেছেন। তাঁকে বহুবছর ধরে দেখে আসছি। তাঁর অনেক কাজ

সরাসরি দেখার সুযোগ হয়েছে। আশার সাফল্যের কারণ

হচ্ছে, তিনি সাধারণ মান্যকে আশার কর্মসচিতে যক্ত

করতে পেরেছিলেন। বন্যার সময় আশার কর্মীরা লুঙ্গি পরে দুর্গত মানুষের কাছে সহায়তা পৌছে দিয়েছে। এ রকম একজন কতি মানুষ অকালে চলে গেলেন। তাঁর অবদানের কথা একটা দুটা শোক সভায় বলা সম্ভব নয়। তিনি আশা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, দরিদ্র মানুষের চিকিৎসার জন্য কাজ করেছেন, সুবিধাবঞ্চিত শিতদের

লেখাপভায় সহায়তা দিয়েছেন। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন

একজন উত্তাবক। তাঁকে স্মরণ রাখা আমাদের দায়িত

তার অপূর্ণ স্বপ্লকে যেন আশার বর্তমান নেতৃত্ব পূর্ণ করে

ড. হোসনে-আরা বেগম নির্বাহী পরিচালক विवयवनवन

এগিয়ে যায় এটাই আমার কামনা।



এর জন্ম হয়েছিল তখন এটি তালভাবে সংগঠিত ছিল না। টিএমএসএসকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়তই সফিকুল হক চৌধুরী সাহেবের পরামর্শ নিয়েছি। উনি আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন।

আমি সরকারি চাকরি করতাম, সে সময় আমার বোর্ড থেকে চাপ আসলো, সরকারি চাকরি ছেডে না দিয়ে আসলে নির্বাহী কমতার থাকা বেমানান। এতে সংস্থার তদ্ধাচার থাকে না। সফিক ভাইকে যখন আমি জিঞাসা করণাম তখন উনি এক বাক্যে বললেন, চাকুরি ছেড়ে দিন। উনি বললেন, সরকারি চাকুরি করে আপনি যত মানুষের উপকার করতে পারবেন, টিএমএসএসকে ভালভাবে গড়ে তুলতে পারলে তার চেয়ে বেশী মানুষের উপকার করতে পারবেন

তিনি বলতেন, যদি কম খরচে সহজ পদ্বায় দরিদ্র মানুষের ছারপ্রান্তে সেবা পৌছে দিতে পারেন তাতে দরিদ মানম্বের कन्माण इरत । नाडीरमत मृश्च-मुर्मभा मृह इरत । এ कथाछरना সফিক ভাইরের কাছ থেকে তনেছি। আজকে আবেদ ভাই নাই, সফিক ভাই নাই, আমাদের মধ্যে শূন্যতা বিরাজ

জাকির হোসেন নির্বাহী পরিচালক बारता वांश्लारमन



নিয়ে কথা বলেছেন। আমি একজন প্রাকটিশনার হিসেবে মনে করি, উনি ক্ষুদ্রক্ষণ জগতের একজন অসাধারণ বোদ্ধা ব্যক্তি ছিলেন।

উনি ক্ষুদ্রকণকে ভিন্নভাবে দেখেছিলেন। উনি আমাদের চেয়ে অনেক ভালোভাবে মাইক্রোফিন্যাপকে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বাংলাদেশে দারিদ্রা দুরীকরণে স্বস্ত খরচে, সল্প সময়ে খুব সহজে দরিদ্র মানুষের হাতে সুদুঝণ পৌছানোর একটা চমৎকার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন -যা ম্যাজিকের মতো কাজ করেছিল - যা আশাকে অনেক উচ্চতায় নিয়ে গেছে। তথু দেশে নয়, বিদেশেও এই মডেলটি অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। দেশে-বিদেশের প্রায় bro-bo লাপ দরি<u>ল</u> মানুষ আশা থেকে সুফল পাচছে। আত্রকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আশা বিরাট ভূমিকা পালন করে

আরেকটা বিষয় আমাকে খুবই চমৎকত করে, সেটি হলো আশা এমন পদ্ধতি রপ্ত করেছে যেটা করতে আমরা এখনও সাহস পাই না। বিশেষ করে সদস্যের ছারপ্রান্তে সঞ্চয় ফেরত দেয়া এবং সেখানেই সদস্যদের ঋণ দেয়া। অর্থাৎ প্রচলিত নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে গ্রামেই মান্যদের ঋণ দেয়া এবং সম্বায় ফেরত দেয়ার যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন, এটা দুদ্রস্বণে বৈপ্রবিক পরিবর্তন।

এছাড়া আশাকে আত্মনির্ভরশীল করা, বিদেশে আশা মডেল সম্প্রসারণ করা। যখন একটা জায়গায় সফল হলো, সেটাকে অনেক বড় পর্যায়ে, ব্যাপক পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা, এটা অত্যন্ত দুরহ কাজ। এ কাজে তিনি সফল হয়েছেন।

একটা স্মরণ সভার মাধ্যমে ওনার কাজকে মূল্যায়ন করা যাবে না। সবচেয়ে ভাল হয় যদি ওপর একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। যে গ্রন্থ থেকে পরবর্তী প্রজন্ম অনেক কিছু শিখবে ও জানবে। আমি আশা করি, তাঁর উত্তরাধিকারী ও সহকর্মীগণ মোঃ সফিকুল হক চৌধুরীর কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবেন।

মোঃ নুরুল ইসলাম সাবেক অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সফিকল হক চৌধুরী সম্পর্কে বলতে গেলে সুদূর অতীতে ফিরে যেতে হয়, সেটা ১৯৬৫ সাল। ৫৬ বছর

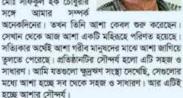
কান্তে তার জন্য প্রার্থনা করি।

ধরে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বন্ধন। আপনারা তাঁর সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। আমি সফিককে একজন অন্য মানুষ হিসেবে জানি।

সফিক ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয় ১৯৬৫ সালে। আমার এক বছর পর। সেই থেকে কীভাবে আমাদের সম্পর্কটা এতটা অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়েছিল, বলে বোঝাতে পারবো না। আমি যেখানেই গেছি, সফিক সাহেব আমাকে টেনে বের করে এনেছেন। আরে নুরু ভাই কোথায়? তিনি মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছেন এবং লাখ লাখ মানুষকে সেবা দিয়েছেন। আমি আশা করি তার প্রতিষ্ঠান আরও অনেক দিন মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাবে। আমি পরম করুণাময় আল্লাহর

ড, আতিউর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের





আশার কাজকে সহজেই বোঝা যায়। ফলে এই মডেল খুব দ্রত প্রতিস্থাপন করা যায়। বিশ্বের নানা দেশে আশাকে ্সরণ করে দারিদ্রা নিরসন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আমি এখানে ভারতের বন্ধন ব্যাংকের কথা উল্লেখ করবো। এটি এখন ভারতে সেরা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, যারা আশা মডেল অনুসরণ করে কর্মসূচি বান্তবায়ন করে ঈর্যপীয় সাফলা অর্জন করেছে।

সমাজ উন্নয়নের অন্যতম প্রবক্তা মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী ছিলেন একান্ন চিন্তার মানুষ। ক্ষুদ্রমণ কার্যক্রমের মাধ্যমে তিনি গোটা পৃথিবীর মাঝে একটি বন্ধন রচনা করেছেন: দারিদ্রা নিরসন ও সামাজিক উন্নয়নের বন্ধন। সিডিএফ এর চেয়ারপারসন হিসেবে কাজ করার সময় তাঁর অভিজ্ঞতা ও লব্ধ জ্ঞান থেকে উপকৃত হয়েছিলাম। তিনি সাধারণ মানুষের শক্তি ও সামার্য্যের ওপর ভরসা করতেন। বাংগাদেশকে এক সময় অনেকেই তলাবিহীন ঝুড়ি মনে করতো। বাংলাদেশের আজকের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনে তাঁর মতো কর্মবীরের অবদান অবিশ্বরণীয়। তাঁর আত্রার প্রতি জানাই আমার গভীর প্রদ্ধা।

সুখেল্র কুমার সরকার সাবেক নির্বাহী পরিচালক আরডিআরএস



ছিলেন। যেটা বলা দরকার উনি তা সামনাসামনি বলে দিতেন। তাঁর সঙ্গে গভীরভাবে পরিচয় হলো, যখন আমরা ১৯৯২ সালে সিডিএফ তৈরী করলাম। সিডিএফ গঠনে অবশ্যই ফজলে হাসান আবেদ ভাইয়ের বিরাট অবদান আছে। কিন্তু সফিক ভাইরের কাছে আমরা যখন যা চেয়েছি, তা দিতে উনি কোন কার্পণ্য করেননি। উনি বলতেন, সুখেন বাবু এটা করেন। এটা আমাদের সেইরের জন্যই দরকার। যখন বললাম, এনাম ভাইকে আমাদের প্রয়োজন। উনি বলেছিলেন, ঠিক আছে এনামকে নিন, কোন অসুবিধা নেই। একইভাবে যখন এভাব ভেঙ্কে এফএনবি হলো। সাভারের গণস্বাস্থ্যে মিটিং হলো। সেখানে উনি বললেন, 'ঠিক আছে কবেন'। নেটভয়ার্ক তৈরি করার ব্যাপারে যখনই নতুন কিছু এসেছে উনি দারুণভাবে সহায়তা ও সমর্থন দিয়েছেন। ওনার আরেকটি খুবই ভালো উন্দোগ ছিল।

যখনই ভারতে ভ্রমণে যাই বন্ধন ভিজিট করি। বন্ধনের কর্মীদের সাথে মিটিং করি। বন্ধনের সবকিছু আশাকে অনুসরণ করে তৈরী করা হয়েছে। আজকে বন্ধন ভারতে ব্যাংক করেছে এবং জুদ্রুষণ কর্মসূচিতেও প্রভূত নাম করেছে। মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী যদি সহায়তা না করতেন, ভাহলে হয়তো বন্ধন আজকের এই বন্ধন হতে

সেটা হচ্ছে, ছোট এনজিওদের সাপোর্ট করা।

বাংলাদেশের ভেতরেও অনেক এনজিও আছে যারা আশার থেকে সাপোর্ট পেরে দাঁড়িরে গিরেছে। আমার মনে হয় এনজিও সেরারের সকলেরই উচিৎ আশার self-sustainable model অনুসরণ করা। তাহলে কাউকেই আর অনোর মুখাপেন্দী হয়ে থাকতে হবে না।

মোঃ আবুল আউয়াল এক্সিকিউটিভ ডিরেইর

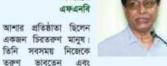


সঙ্গে আমার পরিচয় দুই দশকের বেশী। তাঁর সঙ্গে বিশ্বের নানা স্থানে কুদ্রখণ ও দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত অনেকগুণো সম্মেলনে অংশগ্রহণের সুযোগ আমার তার আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী।

বিশ্বের উন্নয়ন সেম্বরে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল কিবেদন্তীত্ন্য। তিনি অস্টেলিয়ার ব্রিজবেনভিত্তিক নেটওয়াক সংস্থা Banking with the Poor এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। সেই নেটপ্রয়ার্কের সম্মেলনে ভিয়েতনাম গিয়েছিলাম। সেখানে মূল বক্তা ছিলেন মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী। তখন বোর্ড নির্বাচন হচ্ছিল। তিনি আমাকে ভেকে বললেন, আউয়াল আপনি নির্বাচনে কনটেস্ট করুন। আমি বললাম, আমাকে তো কেউ চেনে না। কে আমাকে ভোট দেবে। তিনি বললেন, সে দায়িত আমার। ভোট গণনার পরে দেখা গেল আমি বিজয়ী হয়েছি। সঞ্চিক ভাইরের ডিপ্রোমেসির কারণে আমি অপরিচিত হরেও

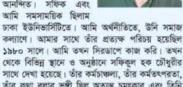
একবার একটি সম্মেলনে চীনে গিয়েছিলাম। সেখানে সফিক ভাই ছিলেন। সেই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখে আমি অভিভত হয়ে যাই। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তিন প্রোধা যথাক্রমে: ড. মুহাম্মদ ইউনুস, স্যার ফজলে হাসান আবেদ ও মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী। এই তিন ব্যক্তিভুের মাঝে পারস্পারিক এদ্ধাবোধ ছিল অতুলনীয়। স্যার ফজলে হাসান আবেদ ও মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। সঞ্চিকুল হক চৌধুরীর আদর্শ যেন বর্তমান নেতৃত্ব লালন করে এগিয়ে নিয়ে যায়, এই আমার একান্ত প্রত্যাশা।

রফিকুল ইসলাম



অন্যাদের সেরকম ভারতে অন্প্রেরণা দিতেন। তিনি ভাবতেন, যতদিন পথিবীতে একজন দরিদ্র মানুষ থাকবে তঙ্গদিন আশা থাকরে। পৃথিবী থেকে দারিদ্রা সম্পর্ণরূপে নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত আশার কাজ বন্ধ হবে না। আশা ও মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী একে অপরের পরিপুরক। ব্র্যাক সামজিক উন্নয়ন কৌশল নিয়ে গেছে সাধারণ মানুষের দ্বারে, আশা সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে গেছে ফুদ্রুঞ্চণ এবং গণস্বাস্থ্য সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে গেছে। আমাদের ছোট্ট দেশ থেকে উন্নয়নের একেকটি অনন্য মডেল উঞ্চাবিত হয়েছে। এই ধারাকে বর্তমান নেতৃত্বে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।





সফিকুল হক চৌধুরী ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ সংগঠক - যার জুড়ি নেই। তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের উপকার করেছেন, যে অবদানের কথা কেউ ভুলবে না। সেটিই সফিকুল হক চৌধরীর সবচেয়ে বড পাওয়া, আমি মনে করি। আমি অত্যন্ত শ্রন্ধার সঙ্গে তাঁকে শ্মরণ করছি। তাঁর আত্মার শান্তি

মোঃ এনামূল হক



চৌধুরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। তাঁর সঙ্গে দেশে ও বিদেশে নানা কর্মসচিতে অংশগ্রহণ করেছি। কাজ করতে গিয়ে কখনও মনে হয়েছে তিনি আমার বন্ধু, কখনও মনে হয়েছে তিনি আমার অভিভাবক, কখনও সহকর্মী। কর্মী-বান্ধব পলিসিকে তিনি সর্বোচ্চ গুরুতু দিতেন। নারী কর্মীরা নিজের উপজেলায় কাজ করবে, স্বামী-প্রী উভয়ে চাকুরী করলে ১০ কিলোমিটারের মধ্যে কর্মগুল হবে ইত্যাদি সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। কনস্যালটেন্সির মাধ্যমে বিদেশ থেকে আশা প্রচুর অর্থ অর্জন করেছিল। যা পুরোটাই তিনি কর্মী কল্যাণে বায় করার নীতিমালা অনুমোদন করে গেছেন। এছাড়া তিনি একনাগারে ১০ বছর সেবাগ্রহণকারী সদস্যদের জন্য এককাদীন অবসর ভাতা চালু করে গেছেন।

তিনি ছিলেন উদ্ভাবনী চিন্তার মানুষ। সারাক্ষণ নতন কিছ করার জন্য মুখিয়ে থাকতেন। মতুন কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে প্রচুর সময় ও অর্থ ব্যয় হতো। কীভাবে এ সময় ও লাগলেন। একদিন বললেন, পুরানো নিয়মে আর প্রশিক্ষণ নয়। এখন থেকে একজন পুরাতন কমী, একজন নতুন কর্মীকে হাতে কলমে কাজ শেখাবেন। সেই থেকে চালু হয়ে গেল আশার Each one teach one প্রশিক্ষণ পদ্ধতি। এর ফলে হাজার হাজার নতুন কর্মীকে বিনা বায়ে কার্যকর প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয়েছিল -যা এখনও চলছে।

ব্রাক আশার এ মডেল পড়ন্দ করলো। ব্রাকের কয়েকজন সিনিয়র কর্মকর্তা আশার একটি ব্রাঞ্চ পরিদর্শন করে আশা উদ্ধাবনগুলোর বেশকিছ নিজেদের প্রতিষ্ঠানে চালু করেছিল। সদস্যাে যখনই চাইবে তখনই সন্ধায় ফেরত নিতে হবে. এ নিয়ম প্রথম আশা চাল করে। আশার প্রতিষ্ঠাতা একদিন বললেন মানুষ তার দুঃসময়ের প্রয়োজনে সধ্যয় করে। বিপদের সময়ে যদি তারা সঞ্চয় ফেরত নিতে না পারে তবে সঞ্চয় করে লাভ কী? এরপর থেকে বাংলাদেশের ভুদ্রস্বণ কর্মসূচিতে এক বড় পরিবর্তন আসে। তার একান্ত আগ্রহে আশা অনেকগুলো ছোট ছোট এনজিওকে তহবিল ও অর্জিত জ্ঞান দিয়ে সহায়তা করেছিল। এসব প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি জাতীয় স্থরে উঠে এসেছে।

তার চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-জ্ঞান ছিল আশার উনয়নকে খিরে। তিনি কর্মীদের কথা গুরুত্ব দিয়ে জনতেন এবং যুক্তিসঙ্গত হলে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করতেন। মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী বেশ করেকটি প্রতিষ্ঠান তৈরী করে গেছেন,

মোহাম্বদ আজীম হোসেন হেড অব গ্রুপ ট্রেজারি এस दिन्न भारनकरमन्ड আশা ইন্টারন্যাশনাল



হক চৌধুরীর সান্নিধ্যে থেকে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। তরুর দিকে আশা দাতাদের থেকে অনুদান গ্রহণ করতো। দাতাদের শর্ত মেনে সাধারণ য়ানুষের জন্য কাজ করা সহজ ছিল না। মোঃ সঞ্চিকুল হক টোধুরী দাতাদের শর্ত ও খবরদারি সহজে মেনে নিতে পারতেন তা। ১৯৮৮ সালে বন্যার পর দুর্গত মানুষদের क्या जाना जकि कप कर्मभृष्ठि ध्रद्य करत । धरिकाता স্বেচ্ছায় কণের একটি বড় অংশ ফেরত দেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁকে ঋণ কাৰ্যক্ৰম গ্ৰহণে প্ৰেরণা দিয়েছিল। আশা ১৯৯১ সালে পুরোদমে কুদ্রখণ কার্যক্রম চালু করে।

তাঁর বড় গুণ ছিল তিনি সকলের মতামতকে সম্মান করতেন। তিনি যুক্তি দিয়ে কথা বলতেন, অন্যের যুক্তিও মনোযোগ দিয়ে কনতেন। কারো মত গ্রহণযোগ্য হলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করতেন। বাংগাদেশে আশার অর্জিত অভিজ্ঞতা তিনি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ নেন এবং সেই উদ্যোগ আজ দারুণভাবে সফল। আজ ১৩টি দেশে আশা মডেল বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং আশার কর্মীরাই তা বাস্তবায়নের দায়িত্বে আছে। আশার বর্তমান কর্মকর্তা ও কর্মীদের প্রতি আমার আহ্বান, সকল কাজে তাঁর চিন্তাকে গুরুতু দিন, তবেই কাঞ্জিত সাফল্য আসবে।

ণয়ে আশার কর্মীদের সঙ্গে গভীরভাবে মেশার সুযোগ হয়েছে। আমি আগ্রহ নিয়ে

নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রতি দরদ অনেক গভীর। কারণ আশার কর্মীদের চাকুরির নিরাপত্তা বেশ ভাল। এর মাঝেই আশার প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মীদের প্রতি দায়িত্ববাধের বিষয়টি সহজেই উপলব্ধী করা যায়।

মোঃ সঞ্চিকুল হক চৌধুরী ছিলেন কর্মী অন্তপ্রাণ নেতা। আমার সঙ্গে দেখা হলেই তিনি বলতেন, আশার আদলে একটি ইন্সুরেন্স কোম্পানি প্রতিষ্ঠার কথা। এছাড়াও, ঋণী সদস্যদের অবসর ভাতা চালু করার কথাও তিনি বলে গেছেন। আমি আশা করি আশার ভবিষ্যত নেতৃত্ব তাঁর অপূর্ণ কাজগুলোকে পূর্ণ করবে।



মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আশাকে একটি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ও সেবা নেটওয়ার্ক

হিসাবে তৈরী করেছেন এবং সেই নেটওয়ার্ক তিনি দেশের বাইরেও ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন, এটি একটি বিরাট সাফল্য। সরকার ও সরকারের বাহিরে তাঁর সঙ্গে কাজ করার আমার সুযোগ হয়েছে। তাঁকে একজন নীতি-নির্ধারক হিসেবে যেমন দেখেছি, তেমনি একজন দক্ষ প্রাকটিশনার হিসেবে দেখারও সুযোগ হয়েছে। ৭২ বছরের জীবনের ৪৩ বছরই তিনি আশার সঙ্গে যুক্ত থেকে সুবিধাবক্ষিত সাধারণ মানুষকে সেবা দিয়েছেন। তার হাতেই আশার জন্ম হয়েছিল ছোট্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে। সেই প্রতিষ্ঠানকে তিনি খ-অর্থায়িত, আত্মনির্ভর, টেকসই ও সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলেছেন।

২০০৬ সালে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। আমি তখন কবি সচিব। তিনি তত্নাবধায়ক সরকারের কৃষি, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক উপদেষ্টা। সরকারে তার মেয়াদ ছিল অল্প কিছদিন, যা তিনি ভাল করেই জানতেন। তা সপ্তেও তিনি নিঃসংকোচে দৃঢ়তার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। সেই সময়ে অনেককৈই দেখেছি সীমিত পরিসরে কথা বলতে। কিন্তু তিনি ছিলেন দায়িত সচেতন ও সাবলীল।

আশার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর তার সঙ্গে আরও নিবিজভাবে কাজ করার সুযোগ হয়। মানুষকে মুগ্ধ করার অসাধারণ হুণ ছিল তার। সাদামাটা কথা বলতেন কিন্তু তার মধ্যে একটা বার্তা থাকতো। তার আদর্শিক, নৈতিক ও আচরদিক ভাবাদর্শ আশা পরিবারের ঐক্যবদ্ধ অনুপ্রেরণা হিসেবে কাঞ্জ করতো। তার প্রয়াণে যে শৃণ্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা সহজে পূরণ হবার নয়।

একেএম আমিনুর রশিদ এক্সিকিউটিড ভিরেইর মাশা ইন্টারন্যাশনা

ক্রণ পিএলসি মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী কাজ, একায়তা, সাধনা ও

মল্যবোধ দিয়ে আমাদের সামনে এক অসাধারণ উদাহরণ তৈরী করে গেছেন। তিনি যা বিশ্বাস করতেন তাই কাজে পরিণত করার জন্য সর্বাত্তকে চেষ্টা করতেন। তাঁর কথায় ও কাজে কোন তফাৎ ছিল না। এ রকম আরেকটি মান্য এ সেইরে থঁজে পাওয়া কঠিন হবে। ১৯৯২ সালে আমি যখন আশাতে যোগদান করি। তখন অনেকেই বলতেন, যেভাবে আশা কাজ করছে, তাতে এ প্রতিষ্ঠান বেশীদিন টিকে থাকতে পারবে না। আশার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমার ওরিয়েন্টেশন বদলে গেল। কারণ আশার কাজের ধরন ও মডেল আমাকে বদলে দিরোছিল। এর পিছনে ছিল মোঃ সফিকল হক চৌধুরীর ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তিত ও

তাঁর কাজের পরিধি সম্পর্কে অস্করকথায় বলা প্রায় অসম্ভব। নেতৃত্বের যে মানে তিনি উন্নীত হয়েছিলেন তা কুদ্রঝণ সেইরে বিরল। আমরা যদি তার গুণাবলী ধারণ করে দেওলোকে আমাদের কান্তে প্রতিফলন ঘটাতে পারি, তবেই তার প্রতি প্রকৃত সম্মান জানানো হবে।

> হুমায়রা ইসলাম নির্বাহী পরিচালক শক্তি ফাউডেশন

আমি প্রথমেই মোঃ সফিকল হক চৌধ্রীকে অত্যন্ত শ্রন্ধার সঙ্গে শরণ করে তার আত্মার মাগফেরাত কামনা

করছি। আমি আজকে তাঁর ব্যক্তিত্বের কিছু দিক তুলে ধরবো। আমি যখন 'শক্তি ফাউডেশন' তরু করি দরিদ্র মহিলাদের নিয়ে কাজ করার উন্দেশ্যে। তখন আমি সবে আমার পিএইচডি গবেষণা শেষ করেছি। আমি বধু জানতাম দরিদ্র মানুষদের সঙ্গে কাজ করবো এবং তাদের ক্ষমতায়নে কিছু করবো। তখন কীতাবে কুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয় তা একদম জানতাম না। এটা ১৯৯২ সালের কথা।

যখন শক্তি ফাউডেশন তক্ত করলাম, তখন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। অর্থ কোথা থেকে আসবে তাও জানতাম না। তখন দাতারা বলছে, নিজের সম্পদ দিয়ে কর্মসচি বাস্তবায়ন করুন। সেই সময় সফিক সাহেবের সঙ্গে একটা মিটিংয়ে দেখা হয়েছিল। তখন দাতারা চলে যাছে। সবাই তথন চিন্তা করছিল কীভাবে ঋণের অর্থ ফেরত আনা নিশ্চিত করা যায়। ঋণ ফেরত আনা নিশ্চিত করতে নানাবিধ ডকুমেন্ট রাখছিল নানা

তখন সফিক ভাই দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, অভসব কাগজপত্র ও ডকুমেন্টের দরকার নেই। তথুমাত্র একটা খতিয়ান বই আর কলম রাখবেন। এতো ফর্ম-টর্মের কিচ্ছ দরকার নেই। আপনি আপনার কর্মীদের ওপর বিশ্বাস রাখুন এবং তাদের সঙ্গে কার্যকর ওয়ার্কিং রিলেশনশিপ তৈরী করুন, দেখবেন তাড়াতাড়ি আপনার কাজ হয়ে যাবে। দেখলাম আসলেই এতে খরচ অনেক কম। তখন আশা ছিল সব থেকে ব্যবসাহায়ী প্রতিষ্ঠান। তিনি সবসময় প্রতিষ্ঠানের ব্যয় হ্রাসের চিন্তা করতেন, সহজভাবে কম সময়ে প্রতিষ্ঠানকে কীভাবে অধিক কার্যকর করা যায়, তা নিয়ে ভাবতেন। তাঁর এ দর্শন আমাকে গভীরভাবে নাড়া भिरमधिन।

ইকবাল আহমেদ চিফ অপারেটিং অফিসার

তৈরী করে গেছেন, এমন আরেকটি প্রতিষ্ঠান আর তৈরী হবে কিনা তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। তিনি ছিলেন বড় মনের ও দূরদর্শী চিন্তার মানুষ। তাঁর মত মানুষ আমাদের সমাজে খুব কম। ফিনাপিয়াল ইনকুশন কথাটি আমরা তাঁর কাছ থেকে জেনেছি। তাঁর সহায়তায় অনেক ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়ে গেছে। ওনার সঙ্গে খুব কম দেখা হতো। কিন্তু যখনই দেখা হতো, ওনার আচরণ আমাদের মৃগ্ধ

তাহরুক্রেছা আবদুল্লাহ সমাজকর্মী ও সাবেক চেয়ারলারসন, আশ

মোঃ সঞ্চিকুল হক চৌধুরীর সাথে আমার অনেক দিনের পরিচয়, সেই যাটের দশকে। তখন আমি কুমিক্সা বার্ডে

ট্রেনিং সেকশনে কাজ করি। সঞ্চিক এবং প্রতিশ্রুতিবান ছেলে তখন বার্ডের গবেষণা বিভাগে কাজ করতো। ট্রেনিং সেকশনের কাজে আমাকে প্রায় ওদের সাহায্য নিতে হতো। সহজ, সরল ও কর্মতৎপর ছেলে সঞ্চিককে ডাকলেই সানন্দে চলে আসতো। ১৯৭৮ সালে সঞ্চিক কয়েকজন তরুণকে নিয়ে আশা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে তারা গ্রামের উন্নয়নে কাজ করে, পরে কুদ্রবাণ কর্মসচিতে মনোনিবেশ করে। সে সময় আমি পুনরায় সফিকের সঙ্গে কাজের সুযোগ পাই। আমি আশার পরিচালনা পরিষদের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলাম। মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিতেন না। সহকর্মী ও গ্রুপ মেদারদের মতামত নিয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নিতেন। সফিকের সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমি

মনজুরুল আহ্সান বুলবুল সিনিয়র সাংবাদিক

আনন্দিত, গর্বিত।

একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়া এবং আমার সাংবাদিক হিসেবে পরিণত হওয়া বলতে পেলে একই সময়ে ঘটেছে।



সাংবাদিকতায় এসেছেন। আমিও তাই করেছি, পারি নাই তাই এখানে এসেছি। আসেন একসঙ্গে কাজ করি। আজকের অনুষ্ঠানে যারা অংশ নিয়েছেন তারা উপলব্ধি করতে পারছেন আশার বিশালত। ফিলিপাইন, ভারত, আফ্রিকার ঘানা, সিয়েরালিয়নে গিয়ে দেখেছি আশার কর্মীদের। তারা সেখানে দারিদ্র্য বিমোচন ও সাধারণ মান্যের জীবনমান উন্তর্গে কাজ করছে। এ অসাধারণ কতিত্তের একক দাবীদার হচ্ছেন মোঃ সঞ্চিকুল হক

হাসান আবেদ, কাজী ফারুক ও খুশী কবির প্রমুখ। সঞ্চিক

ভাই বলতেন, বুলবুল আপনি তো সমাজ পরিবর্তনে

বিল্লবের জন্য কাজ করেছেন, পারেন নাই বলে

অনেক বছর আগের কথা। আশা সম্পর্কে একটি নেতিবাচক খবর প্রকাশিত হয়েছিল একটি জাতীয় পত্রিকায়। তখন উনি আমাকে ডাকলেন এবং পরামর্শ চাইলেন। আমি এসে দেখলাম পত্রিকার জন্য প্রতিবাদ লিপিতে উনি নিজেই স্বাক্ষর করছেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি এ প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক। আপনি যদি একটি পক নেন, তাহলে সমাধান দেব কে? উনি বললেন তাহলে করণীয় কী? বললাম, আপনি তথু পলিসি পেপার ও ওরতুপূর্ণ নির্দেশনাগুলোতে স্বাক্ষর করবেন। বাকীগুলো অন্যদের ওপর ছেড়ে দিন। পরবর্তীকালে উনি একদিন আমাকে বললেন, তখন থেকে সব কাগজে সই করি না। কথাটা শোনার পর সম্মানিত বোধ করলাম। কারণ আমার

তাঁর বিবেচনা বোধ ছিল অসাধারণ। তত্ত্রাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা থাকার সময়ে একটি ঘটনা মনে পড়ছে। একদিন তিনি আমাকে তাঁর সরকারি দপ্তরে ভাকলেন। বললেন আপনাকে একুশে পদক দিতে চাই। আপনি আমার প্রিয় মানুষ। আমার কাছে সুযোগ এসেছে। এ সুযোগটা কাজে লাগাতে চাই। আমি বললাম আমার চেয়ে অনেক সিনিয়র সাংবাদিক আছেন, যারা এখন পর্যন্ত একশে পদক পাননি। এখন যদি আমি একশে পদক পাই, তাহলে মানুষ আমাকে গালি দেবে এবং সাথে সাথে আপনাকেও দেবে। আমি প্রেসক্রাবে যেতে পারবো না। আমার কথাতলো তিনি তনলেন এবং বললেন আপনার কাছ থেকে এই উত্তরটাই আশা করেছিলাম।

একটি পরামর্শ তিনি গ্রহণ করেছেন।

আমি বিশ্বাস করি আশার বর্তমান নেতৃত্ব সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতার সচিত কার্যক্রমকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাইলেই তাঁর প্রতি সম্মান দেখানো হবে।

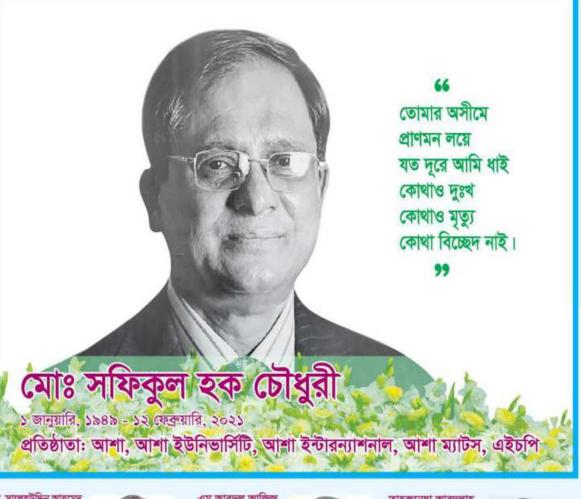
মুর্শেদ আলম সরকার निर्दाधी পরিচালক, পপি ও চেয়ারম্যান, সিচিএফ

মোঃ সফিকুল হক চৌধুরীর মৃত্যুতে আমাদের দেশ ও জাতি ক্ষতিহান্ত হয়েছে। কারণ তিনি দেশ ও জাতিকে

অনেক কিছু নিয়েছেন এবং আরও অনেক কিছু দেয়ার ক্ষমতা তাঁর ছিল। বাংলাদেশের মতো পিছিয়ে পড়া দেশের একটি সংস্থা সূচিত উন্নয়ন কৌশল গোটা বিশ্বের মানুষের কাছে সফিকুল হক চৌধুরী পৌছে দিয়েছেন। কিছু ক্ষণজন্ম মানুষ পৃথিবীতে আসেন মানুষের কল্যাণ করতে। সফিকুল হক চৌধরী ছিলেন তেমনই একজন ক্ষণজন্ম মানুষ। তাঁর অভাব আমরা এখন গভীরভাবে অনুভব করছি।

তিনি সরকারি উঁচু পদে চাকুরির সুযোগ পেয়েও তা স্বেচ্ছায় গ্রহণ না করে সাধারণ মানুষ উন্নয়নের কাজকেই বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর চাওয়া ছিল সরকারের পাশাপাশি আরও ভাল কাজ করে মান্যের কল্যাণ ও দেশের মঙ্গল করা। সেই উদ্যোগের ফলই হচ্ছে আশা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংস্থার কাজ দেশে ও বিদেশে সমাদৃত হয়েছে এবং হচ্ছে।

কিছু মানুষের অবদান কখনও ভূলে যাওয়া যায় না যেমন, সফিকুল হক চৌধুরী। সমসাময়িককালে তাঁর মতো প্রজ্ঞাবান ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ খুব একটা দেখা যায় না। এমনকি আমাদের জীবনশায় এ রকম মানুষ পাওয়ার সম্ভবনা দেখা যাচেছ না। যারা আমাদের কাজের সমালোচনা করেন, তাদের বিনীতভাবে বলি, সফিকুল হক চৌধুরী এ সেষ্টরে না এলে হাজার হাজার শিক্ষিত যুবক-যুবতীর ভাগ্যে কী ঘটতো তা কি ভেবে দেখেছেন? এরা কোধায় যেত? মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী অসংখ্য মানুষের কাজের সুযোগ তৈরী করেছেনে। পাশাপাশি লাখ লাখ মানুষের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে গেছেন। এই বিশাল ব্যক্তিত্বে মানুষটির সঙ্গে করেক বছর সরাসরি কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছিল, সে জন্য আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। তীর আজ্ঞার মাগফেরাত কামনা করছি।







তাঁর কথা বলার ভঙ্গী ছিল অত্যন্ত চমৎকার এবং তিনি মানুষকে সহজেই মুগ্ধ করতে পারতেন

চিক্ত অপারেটিং অফিসার



প্রতিষ্ঠাতা মোঃ সফিকুল হক

সাশ্রয় করা যায় তা নিয়ে তিনি গভীরভাবে ভারতে

যেগুলোর মাঝে তিনি বেঁচে থাকবেন

প্রায় চারদশক মোঃ সঞ্চিকুল







তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করতে

লক্ষ্য করেছি আশার কর্মীদের কাজের প্রতি অঙ্গীকার ও





